"মিষ্টি বাচ্চারা - ভিন্ন - ভিন্ন যুক্তি সামনে রেখে স্মরণের যাত্রায় থাকো, এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে নিজের সুইট হোম আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ অ্যাক্ট বা পুরুষার্থ এখনই চলে, সারা কল্পে নয়?

*উত্তরঃ - স্মরণের যাত্রায় থেকে প্রত্যেক আত্মাকে পাবন বানানোর পুরুষার্থ, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পতিত থেকে পবিত্র বানানোর অ্যাক্ট সম্পূর্ণ কল্পে এই সঙ্গম সময়েই চলে । এই অ্যাক্ট প্রতি কল্পে রিপিট হয় । বাচ্চারা, তোমরা এই অনাদি অবিনাশী ড্রামার আশ্চর্য রহস্যকে বুঝতে পারো ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা বসে তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝান, তাই আত্মারূপী বাচ্চাদের দেহী অভিমানী বা আত্মিক অবস্থাতে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বসতে বা শুনতে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে - আত্মাই এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা শোনে, এইকথা দৃঢ়ভাবে স্মরণে রেখো । সদগতি আর দুর্গতির এই চক্র তো প্রত্যেকের বুদ্ধিতে থাকাই উচিত, যাতে জ্ঞান আর ভক্তি সব এসে যায় । চলতে - ফিরতে একথা যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, জ্ঞান আর ভক্তি, সুখ আর দুঃখ, দিন আর রাতের খেলা কিভাবে চলতে থাকে । আমরা ৮৪ জন্মের জন্য অভিনয় করি । বাবার স্মরণ থাকে, তাই বাচ্চাদেরও স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করান, এতে তোমাদের বিকর্মও বিনাশ হয়, আর তোমরা রাজ্যও পাও । তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে । কেউ যেমন পুরানো বাড়ীতে থাকলে, নতুন বাড়ী তৈরী করলে মন থেকে নিশ্চিন্ত হয় যে - এখন আমরা নতুন বাড়ীতে যাবো । তবুও বাড়ী বানানোতে দু' বছরও লেগে যায় । নতুন দিল্লীতে যেমন গভর্নমেন্ট হাউস ইত্যাদি তৈরী হয়, তখন অবশ্যই গভর্নমেন্ট বলবে আমরা ট্রান্সফার হয়ে নতুন দিল্লীতে যাবো । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, অসীম জগতের এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন পুরানো । এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে । বাবা যুক্তি বলে দেন - তেমন তেমন যুক্তিতে বুদ্ধিকে স্মরণের যাত্রায় লাগাতে হবে । আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে, যার জন্য মানুষ মাথা খুঁটে মরে । এও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, এই দুঃখধাম এখন শেষ হয়ে যাবে । যদিও তোমরা এখন এখানে আছো, তবুও তোমাদের এই পুরানো দুনিয়া পছন্দ নয় । আমাদের আবার নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে । যদিও সামনে কিছুই চিত্র নেই, তবুও তোমরা বুঝতে পারো যে, এখন পুরানো দুনিয়ার অন্তিম সময় । এখন আমরা নতুন দুনিয়াতে যাবো । ভক্তিমার্গের তো কতো চিত্র আছে । তার তুলনায় তোমাদের তো কতো অল্প । তোমাদের এ হলো জ্ঞান মার্গের চিত্র, আর ওইসব হলো ভক্তিমার্গের । চিত্রের উপরই সম্পূর্ণ ভক্তি হয় । তোমাদের তো এখন আসল চিত্র, তাই তোমরা বোঝাতে পারো - ভুল কি আর ঠিক কি । বাবাকে বলা হয় নলেজফুল । তোমাদের এই জ্ঞান আছে । তোমরা জানো যে, আমরা সম্পূর্ণ কল্পে কতবার জন্ম নিয়েছি । এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । তোমাদের নিরন্তর বাবার স্মরণ আর এই জ্ঞানে থাকতে হবে । বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান দান করেন । তাই বাবারও স্মরণ থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন যে - আমি তোমাদের বাবা, টিচার এবং সদ্গুরু । তোমরা কেবল এই বোঝাও যে - বাবা বলেন, তোমরা আমাকে পতিত পাবন, উদ্ধারকর্তা, গাইড বলো, তাই না । কোথাকার গাইড ? শান্তিধাম, মুক্তিধামের । ওখান পর্যন্ত বাবা নিয়েই যাবেন । বাবা বাচ্চাদের পড়িয়ে, শিখিয়ে, ফুল বানিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাড়বেন । বাবা ছাড়া তো আর কেউই নিয়ে যেতে পারবে না, যতই যেই তত্ব জ্ঞানী বা ব্রহ্ম জ্ঞানী হোক না কেন । ওরা মনে করে আমরা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবো । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, শান্তিধামে হলো আমাদের ঘর । ওখানে গিয়ে আমরা প্রথম দিকে নতুন দুনিয়াতে আসবো । ওরা সব পরের দিকে আসবে । তোমরা জানো যে, কিভাবে নম্বর অনুযায়ী সব ধর্ম আসে । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে কাদের রাজ্য । তাদের ধর্ম, শাস্ত্র কি ? সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীদের তো একটাই শাস্ত্র, কিন্তু ওই গীতা কোনো প্রকৃত গীতা নয়, কারণ তোমরা যে জ্ঞান পাও তা এখানেই শেষ হয়ে যায় । ওখানে কোনো শাস্ত্র থাকে না । দ্বাপর থেকে যে ধর্ম আসে, তাদের শাস্ত্র চলতে থাকে । তাই চলে আসছে । এখন আবার যখন এক ধর্মের স্থাপনা হয়, তখন বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে । মানুষ বলতে থাকে, এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক মত হোক । তা তো একের দ্বারাই স্থাপন হতে পারে । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞান আছে । বাবা বলেন যে, এখন তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । তোমাদের পতিত হতে অর্ধেক কল্প সময় লেগেছে । বাস্তবে সম্পূর্ণ কল্পে এই স্মরণের যাত্রা তোমরা এখনই শেখো । ওখানে এইসব নেই । দেবতারা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করে না । ওরা প্রথমে এখান থেকে রাজযোগ শিখে পবিত্র হয়ে যায় । ওকে বলা হয় সুখধাম । তোমরা জানো যে, সম্পূর্ণ কল্পে আমরা কেবল এখনই স্মরণের যাত্রার পুরুষার্থ করি । তারপর পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর জন্য এই পুরুষার্থ অথবা যেই

অভিনয় চলে - আবার পরের কল্পে রিপিট হবে । চক্র তো তোমরা ঘুরবেই, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা আছে যে - এ হলো নাটক, সমস্ত আত্মারয় পার্টধারী, যাদের মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । ওই ড্রামা যেমন চলতে থাকে কিন্তু ওই ফিল্ম ঘষে পুরানো হয়ে যায় । এ হলো অবিনাশী ড্রামা । এও আশ্চর্যের । কতো ছোটো আত্মার মধ্যে সমস্ত পার্ট ভরা আছে । বাবা তোমাদের কতো গুহ্য - গুহ্য, সূক্ষ্ম কথা বোঝাতে থাকেন । এখনো যদি কেউ শোনে তাহলে বলবে, তোমরা এ তো খুব আশ্চর্যের কথা বোঝাও । আত্মা কি, তা এখন বুঝেছো । শরীরকে তো সবাই বুঝতে পারে । ডাক্তাররা তো মানুষের হার্ট বের করে বাইরে রাখে, আবার জায়গা মতো লাগিয়ে দেয়, কিন্তু আত্মার কথা কেউই জানে না । আত্মা কিভাবে পতিত থেকে পাবন হয়, একথাও কেউ জানে না । পতিত আত্মা, পবিত্র আত্মা, মহান আত্মা, বলা হয়, তাই না । সবাই ডাকতে থাকে যে, হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাকে পবিত্র বানাও, কিন্তু আত্মা কিভাবে পবিত্র হবে -- তার জন্য চাই অবিনাশী সার্জন । আত্মা তাঁকেই ডাকে, যিনি পুনর্জন্ম রহিত । আত্মাকে পবিত্র বানানোর ওষুধ একমাত্র তাঁর কাছেই আছে । তাই বাচ্চারা, তোমাদের খুশীতে রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত -- ভগবান তোমাদের পড়ান, অবশ্যই তিনি তোমাদের ভগবান - ভগবতী তৈরী করবেন । ভক্তিমার্গে এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে ভগবান - ভগবতী বলা হয় । তাই যথা রাজা - রানী তথা প্রজা থাকবে, তাই না । বাবা তোমাদের নিজের সমান পবিত্র বানান । তিনি জ্ঞানের সাগরও বানান, তারপর নিজের থেকেও বেশী, বিশ্বের মালিক বানান । পবিত্র, অপবিত্রের সম্পূর্ণ অ্যাক্ট তোমাদেরই করতে হয় । তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন আবার নতুন করে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপনা করতে । যার জন্য বলা হয়, এই ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গিয়েছে । এর উদাহরণ বটের বৃক্ষের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে । শাখা অনেক বের হয়, কিন্তু কাণ্ড নেই । এও কতো ধর্মের শাখা বের হয়েছে, ফাউণ্ডেশন দেবতা ধর্ম আর নেই । প্রায় লোপ হয়ে গেছে । বাবা বলেন যে, সেই ধর্ম আছে কিন্তু ধর্মের নাম ঘুরিয়ে দিয়েছে । পবিত্র না হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা বলে পরিচয় দিতে পারে না । আর এই না থাকার কারণেই বাবা এসে আবার রচনা করেন । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা পবিত্র দেবতা ছিলাম । এখন পতিত হয়ে গেছি । প্রতিটা জিনিসই এভাবে হয় । বাচ্চারা, তোমাদের এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় । প্রথম মুখ্য লক্ষ্য হলো বাবাকে স্মরণ করার, যেই স্মরণে তোমাদের পবিত্র হতে হবে । সবাই এমন কথা বলে যে, আমাকে পবিত্র করো । এমন বলবে না যে, আমাকে রাজা - রানী করো বাচ্চারা, তোমাদের তাই অত্যন্ত নেশা থাকা উচিত তোমরা তো জানো যে, আমরা ভগবানের সন্তান । এখন তোমাদের অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত । কল্প - কল্প তোমরা এই অভিনয় করে এসেছো । এই বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে বাবা চিত্র দেখিয়েও বুঝিয়েছেন যে, এ হলো সদগতির চিত্র । তোমরা মুখেও বোঝাও আবার চিত্র দেখিয়েও বোঝাও । তোমাদের এই চিত্রের মধ্যে সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য এসে যায় । বাচ্চারা, যারা সেবা করে, তারা নিজের সমান বানাতে থাকে । নিজে পড়ে অন্যকে পড়ানোর চেষ্টা করা উচিত । যতো বেশী পড়বে, তত উঁচু পদ পাবে । বাবা বলেন যে, আমি তো চেষ্টা করাই কিন্তু ভাগ্যেও তো থাকা চাই, তাই না । প্রত্যেকেই ড্রামা অনুসারে পুরুষার্থ করতে থাকে । এই ড্রামার রহস্যও বাবাই বুঝিয়ে বলেছেন । বাবা যেমন বাবাও, তেমনই টিচারও । সাথে করে নিয়ে যাওয়ার মতো প্রকৃত সদগুরুও তিনিই । বাবা হলেন অকালমূর্ত । আত্মার এ হলো আসন, যার দ্বারা আত্মা অভিনয় করে । তাই বাবারও তো অভিনয় করার জন্য, সদগতি করার জন্য আসন চাই, তাই না । বাবা বলেন, আমাকে সাধারণ শরীরেই আসতে হবে । আড়ম্বর কিছুই রাখতে পারি না । ওই গুরুদের অনুসরণকারীরা গুরুদের জন্য সোনার সিংহাসন, মহল ইত্যাদি বানায় । তোমরা কি বানাবে ? তোমরা তো বাচ্চাও, আবার স্টুডেন্টও । তাহলে তোমরা তাঁর জন্য কি করবে ? কোথায় বানাবে ? ইনি তো সাধারণ, তাই না । বাবা বাচ্চাদের এও বোঝান যে - তোমরা পতিতাদেরও সেবা করো । গরীবদেরও তো উদ্ধার করতে হবে । বাচ্চারা চেষ্টাও করে, তারা বেনারসেও গিয়েছে । ওদের যদি তোমরা উদ্ধার করো, তাহলে বলবে যে - বাহ বিকেরা তো জাদু করে, পতিতাদেরও জ্ঞান দান করে । তাদেরও বোঝাতে হবে যে, তোমরা এখন এই কাজ ছেড়ে শিবালয়ের মালিক হও । এই জ্ঞান শিখে তারপর অন্যদেরও শেখাও । পতিতারাও তখন অন্যদের শেখাতে পারে । শিখে যখন বুদ্ধিমান হয়ে যাবে তখন নিজের অফিসারদেরও বোঝাবে । হলে চিত্র আদি রেখে বসে যদি বোঝাও, তখন সবাই বলবে যে - বাঃ, পতিতাদেরও শিবালয়বাসী বানানোর জন্য বি. কে'রা নিমিত্ত হয়েছে । বাচ্চাদের এই সেবার জন্য ইচ্ছা থাকা উচিত । তোমাদের উপর অনেক দায়িত্ব । অহল্যা, কুব্জা, ভিলনী, গণিকা, এদের সকলকে উদ্ধার করতে হবে । এমন মহিমাও আছে যে, সাধুদেরও উদ্ধার করা হয়েছিলো । এ তো বুঝতেই পারো যে, সাধুদের উদ্ধার হবে পরের দিকে । এখনই যদি তাঁরা তোমাদের হয়ে যায়, তাহলে তো ভক্তিমার্গ সমাপ্ত হয়ে যাবে । তখন আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে । সন্ন্যাসীরাও তাঁদের আশ্রম ছেড়ে দেবে এই বলে যে - ব্যস্, আমরা হেরে গেছি । এ পরের দিকে হবে । বাবা নির্দেশ দেন - তোমরা এমন এমন করো । বাবা তো বাইরে কোথাও যেতে পারেন না । বাবা বলবেন, বাচ্চাদের কাছে গিয়ে শেখো । বোঝানোর যুক্তি তো তিনি সব বাচ্চাদের বলতেই থাকেন । তোমরা এমন কাজ করে দেখাও যে, মানুষের মুখ থেকে বাহ বাঃ শব্দ বের হয় । এমন গায়নও আছে যে, শক্তিদের মধ্যে ভগবানই জ্ঞান বাণ ভরেছিলেন । এ হলো জ্ঞান বাণ । তোমরা জানো যে, এই বাণ তোমাদের এই দুনিয়া থেকে ওই দুনিয়ায় নিয়ে

যায় । তাই বাচ্চারা, তোমাদের অনেক বিশাল বুদ্ধির হতে হবে । এক জায়গায় যদি তোমাদের নাম হয়, গভর্নমেন্ট যদি জানতে পারে তাহলে অনেক প্রভাব পড়বে । এক জায়গা থেকেই যদি পাঁচ - সাতজন ভালো অফিসার্স বের হয় তাহলে খবরের কাগজে দিতে শুরু করবে । তখন বলবে, এই বিকেরা পতিতাদেরও এই পতিতা বৃত্তি ছাড়িয়ে শিবালয়ের মালিক বানায় । তখন অনেক বাহ - বাহ হবে । তারা তখন ধন ইত্যাদি নিয়ে আসবে । তোমরা অর্থ নিয়ে কি করবে ? তোমরা বড় বড় সেন্টার খুলবে । অর্থ দিয়ে চিত্র ইত্যাদি বানানো হয় । মানুষ দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে । তখন বলবে, প্রথমে তো তোমাদের প্রাইজ দেওয়া উচিত । গভর্নমেন্ট হাউসেও তোমাদের চিত্র নিয়ে যাবে । তখন অনেক ভালোবাসার মানুষ তৈরী হবে । মনেও এই চাহিদা থাকা উচিত - কিভাবে মানুষকে দেবতা বানানো যায় এ তো জানোই, যারা পূর্ব কল্পে নিয়েছিলো, তারাই নেবে । এতো অর্থ ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দেয়, এ অনেক পরিশ্রম । বাবা বলেছেন - আমার নিজের ঘর - পরিবার, মিত্র - সম্বন্ধী আদি কিছুই নেই, আমার কি স্মরণে আসবে, বাবা আর তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আমার কেউই নেই । সব এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছি । বাকি বুদ্ধি আর কোথায় যাবে । বাবাকে রথ (শরীর ) দিয়েছি । যেমন তোমরা তেমন আমিও পড়ছি । কেবল এই রথ বাবাকে ধার দিয়েছি । তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষার্থ করছি প্রথম প্রথম সূর্যবংশী পরিবারে আসার জন্য । এই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা । আত্মাই তৃতীয় নেত্র পায় । আমরা আত্মারা এই পাঠ গ্রহণ করে, এই জ্ঞান শুনে দেবতা তৈরী হচ্ছি । এরপর আবার রাজার রাজা হবো । শিববাবা বলেন যে, আমি তোমাদের ডবল মুকুটধারী তৈরী করি । ড্রামা অনুসারে, পূর্ব কল্পের মতো তোমাদের বুদ্ধি এখন কতো উন্মুক্ত হয়েছে । এখন স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । এই সৃষ্টিচক্রকেও স্মরণ করতে হবে । পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, এখন আমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে, এই দুঃখের দুনিয়া শেষ হলো বলে । এই দুনিয়া একদম পছন্দ হওয়া উচিত নয় ।

২ ) বাবা যেমন নিজের সবকিছুই এক্সচেঞ্জ করে দিয়েছিলেন, তাই বুদ্ধি অন্য কোথাও যেত না । এমনই বাবাকে অনুসরণ করতে হবে । মনে যেন এই ইচ্ছাই থাকে যে, আমরা মানুষকে দেবতা বানানোর সেবা করবো, এই পতিতালয়কে শিবালয় তৈরী করবো ।

*বরদানঃ-* দেহ অভিমানের রয়্যাল রূপকেও সমাপ্তকারী সাক্ষী আর দ্রষ্টা ভব

অন্যদের কথাকে রিগার্ড না দেওয়া, এড়িয়ে যাওয়া - এটাও হলো দেহ অভিমানের রয়্যাল রূপ যা নিজের বা অন্যদের অপমান করায় কেননা যে এড়িয়ে যায় তার মধ্যে অভিমান আসে আর যার কথাকে এড়িয়ে যায় তার মধ্যে অপমান বোধ আসে এইজন্য সাক্ষীদ্রষ্টার বরদানকে স্মৃতিতে রেখে, ড্রামার ঢাল বা ড্রামার পটের ওপরে প্রত্যেক কর্ম আর সংকল্প করে, আমিত্বভাবের এই রয়্যাল রূপকেও সমাপ্ত করে প্রত্যেকের কথাকে সম্মান দাও, স্নেহ দাও তাহলে সে সবসময়ের জন্য সহযোগী হয়ে যাবে।

*স্লোগানঃ-* পরমাত্ম শ্রীমৎ রূপী জলের আধারের দ্বারা কর্মরূপী বীজকে শক্তিশালী বানাও।

অব্যক্ত ঈশারা :- স্বয়ং আর সকলের প্রতি মন্সা দ্বারা যোগের শক্তিগুলির প্রয়োগ করো

প্রত্যেক সময় প্রত্যেক আত্মার প্রতি মন্সা স্বতঃ শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার শুদ্ধ ভাইব্রেশন নিজেও অনুভব করো আর অন্যদেরকেও করাও। মন থেকে সবসময় সকল আত্মাদের প্রতি আশীর্বাদ বের হতে থাকবে। মন্সা সদা এই সেবাতে বিজি থাকবে। যেরকম বাণীর দ্বারা সেবাতে বিজি থাকার অনুভবী হয়ে গেছো। যদি সেবা না পাওয়া যায় তখন নিজেকে খালি অনুভব করে থাকো। এইভাবে প্রত্যেক সময় বাণীর সাথে সাথে মন্সা সেবা স্বতঃ হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;